যারা নির্বাচন আটকাতে পারছে না তারা নির্বাচনের পর সরকারকেও টলাতে পারবে না : হানিফ

‘নির্বাচনের পর সরকারকে বেকায়দায় ফেলার ক্ষমতা কারোর নেই’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, যারা নির্বাচন আটকাতে পারছে না তারা নির্বাচনের পর সরকারকেও টলাতে পারবে না। এইসব মোকাবেলা করার সক্ষমতা আওয়ামী লীগ সরকারের আছে।

রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুর ইউনিয়নে নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, বিএনপি-জামায়াত তাদের রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নির্বাচনে আসেনি। তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি দেশের উন্নয়নের জন্য, জনকল্যাণে হয় তাহলে এই নির্বাচন দল-মত নির্বিশেষে সবাই সমর্থন করুন।

আওয়ামী লীগের এই নেতা আরও বলেন, মানুষের কাছে উন্নয়ন-অগ্রগতির পাশাপাশি দরকার শান্তি। একসময় এই কুষ্টিয়া সন্ত্রাসী জনপদ এলাকা ছিল। আমার লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের পাশাপাশি কুষ্টিয়া থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা। আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করেছি।

কুষ্টিয়ার উন্নয়নে আমি তৃপ্ত নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের কাজ করছি, কুষ্টিয়ার জন্য কাজ করছি। আমি আরও বেশি বেশি এই কুষ্টিয়া উন্নয়নের কাজ করতে চাই। কুষ্টিয়ার উন্নয়নে অতীতে যেভাবে কাজ করেছি, নির্বাচিত হলে ইনশাআল্লাহ এই এলাকার উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন তা করবো- এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বলেও জানান তিনি।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইনু যেন নৌকা থেকে পড়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন –প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নৌকা থেকে যেন পড়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে বললেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা।

কুষ্টিয়ার নেতাকর্মীদের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। তিনি, ‘আমাদের ইনু ভাইও নৌকায় চড়েছেন। নৌকা যেন দোল খেয়ে পড়ে না যায়, সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন আপনারা।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ভবন থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়ায়সহ ছয় জেলার জনসভায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সন্ত্রাসী দল, জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের দল। এদের হাতে দেশ নিরাপদ নয়। এদের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত রাখতে হবে। তাহলে দেশের উন্নয়ন হবে। দেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেব না। নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আগুন সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাপরাধীদের সমুচীন জবাব দিতে চাই।

তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সকল পর্যায়ে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকা প্রতীকের বিজয় সুনিশ্চিত করতে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশ প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল জনসভায় যোগ দেন। কুষ্টিয়া ছাড়াও ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, নেত্রকোণা, বরগুনা ও রাঙ্গামাটি জেলার সাথে যুক্ত হয়ে জনসভায় বক্তব্য দেন তিনি।

জেলা আওয়ামাীলীগ আয়োজিত এই জনসভায় জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাংসদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-১ আসনের সাংসদ আকম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাংসদ ও বাংলাদেশ যুব লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সেলিম আলতাব জর্জ ও জোটের শরীক জাসদ সভাপতি কুষ্টিয়া-২ আসনের সাংসদ হাসানুল হক ইনুসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান বলেন, কুষ্টিয়ায় যে উন্নয়ন আপনি দিয়েছেন, এবং হানিফ সাহেব তা বাস্তবায়ন করেছেন তা সত্যি দেশ স্বাধীনের পর আর কেউ দেয়নি। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাইপাস সড়ক, শেখ রাসেল সেতু, শেখ কামাল ষ্টেডিয়াম, সুইমিংপুলসহ অসংখ্য দৃশ্যশান উন্নয়নের সারথী হয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সুসংগঠিত হওয়ার কারনের এ পর্যন্ত আগুন সন্ত্রাস হয়নি কুষ্টিয়ায়। আমাদের নেতা হানিফ সাহেবের নেতৃত্বে সন্ত্রীাস কবলিত এই কুষ্টিয়া জেলা এখন অনেকটাই ভালো।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলী বলেন, এই কুষ্টিয়ায় এখন সুবাতাস বইছে। একটা সময় সন্ত্রাসীদের ভয়ে রাতের ঘুম হারাম হয়েছিল। সন্ত্রাসকবলিত এই এই জনপদের মানুষ আগের চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে। সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যকে বর্তমানে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবাই বসবাস করার এই ব্যবস্থা বর্তমান সরকার নিশ্চিত করেছে। তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়ায় যে চারটি আসনে নৌকা প্রার্থী হয়েছে এই নৌকার প্রাথীদের বিজয়ী করতে আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাই।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাথে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার অনুরোধে লালন সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সহসভাপতি বরিকুল ইসলাম বাঁধন।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ও ভেড়ামারা) আসনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এসময় সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা, থানা, পৌর আওয়ামী লীগ, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন উন্মক্ত করে দিয়েছি জনগণ যাকে ভোট দেয় সেই নির্বাচিত হবেন- শেখ হাসিনা

ঝিনাইদহসহ ছয়টি জেলার সাথে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়ালী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকালে ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ থেকে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এই ভার্চুয়ালী জনসভায় সংযুক্ত হন। এতে জননেত্রী শেখ হাসিনা ন্ত্রেকোনা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, বরগুনা ও রাঙ্গামাটি জেলার সাথে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলেন।

সুচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর আমি ৬বছর দেশে ঢুকতে পারিনি আমি ১৯৮১ সালে রিফিউজি হিসেবে দেশে ঢুকেছি। দেশে এসে দেখি হাহাকার খাদ্যের অভাব, বিদুত্যের অভাব, সেশনজটসহ নানা সমস্যায় বাংলাদেশ নিমজ্জিত ছিল। আমরা ১৯৯৬সালে ক্ষমতায় আসারপর দেশের উন্নয়ন কাজে হাত দিই এর পর ২০০১সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করি। এরপর আবার উন্নয়ন থেমে যায়। ২০০৮ সালে আবার ক্ষমতায় এসে উন্নয়ন কাজে হাত দেই, বিএনপি দেশটাকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। বিএনপি জামায়াত আগুন সন্ত্রাস করেছে ভোটে না এসে তারা বিদেশের কাছে অভিযোগ নিয়ে ব্যস্ত আছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এজন্য গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সবাই যেন ভোট দিতে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমি নির্বাচন উন্মুক্ত করে দিয়েছি জনগণ যাকে ভোট দেবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন এজন্য আপনাদের জনগণের কাছে ভোট চেতে যেতে হবে। এছাড়া তিনি বক্তব্য শেষে সবাইকে নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

নেত্রকোনা এবং কুষ্টিয়া শেষে ঝিনাইদহের সাথে যুক্ত হন শেখ হাসিনা ঝিনাইদহ থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু বলেন এই ঝিনাইদহ এক সময় সন্ত্রাসের জনপদ ছিল, ছিল জামায়াত বিএনপির ঘাটি ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা বারবার এমপি নির্বাচিত করে দিয়েছি। বিএনপি’র সেই সন্ত্রাসীর গড়ফাদার

মসিউর রহমান মৃত্যু বরণ করেণ। এখন আর ঝিনাইদহের বিএনপি জাময়াতের সেই ক্ষমতা নেই এখন ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগের ঘাটিতে পরিনত হয়েছে। ঝিনাইদহ খাদ্যে সয়ংসম্পুর্ণ হয়েছে মাছ, ধান কলা ফুল ব্যাপক ভাবে উৎপাদন হয়। ফুল সংরক্ষণের জন্য একটি কোল্ডস্টোরেজ প্রয়োজন বলে দাবি করেন। এছাড়া ঝিনাইদহে রাস্তা ঘাট স্কুল কলেজের উন্নয়ন হয়েছে তারপরেও আমাদের প্রাণের দাবি ঝিনাইদহের সাথে রেল সংযোগ স্থাপন, শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ভেটেরিনারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তরসহ বিভিন্ন উন্নয়নের দাবি তুলে ধরেণ।

তিনি আরও বলেন আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক জনগোষ্টি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট উৎসব পালন করবে। সর্বশেষে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই ঝিনাইদহ থেকে ৪টি আসনে নৌকার বিজয় হবে আশা প্রকাশ করেন।

ট্রাক হাতে নিয়ে ভোট চাইছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন

নির্বাচনী প্রতীক ট্রাক। এই প্রতীকে নির্বাচন জিততে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভোট চাইছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন।

তিনি মিরপুর উপজেলা আ’লীগের সাধারন সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগকারী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হিসেবে কামারুল আরেফীন ট্রাক প্রতীকে প্রতিনিয়ত গণসংযোগ করছেন।

শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) সারাদিন মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তিনি গণসংযোগ করেন। এ সময় তাকে পেয়ে ভোটারদের মধ্যেও আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

ভোটের প্রচার-প্রচারণা শুরুর পর থেকে গণসংযোগে বেরিয়ে পড়েন কামারুল আরেফীন। মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিজের প্রতীক ট্রাক প্রতীকে ভোট চান।

কামারুল আরেফীন গ্রামের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বণিতা, তরুন-তরুনীদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরও ভোট আদায়ের চেষ্টা করছেন। বলছেন, নির্বাচিত হলে তিনি এই আসনের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেবেন। এলাকার মানুষ এখন যে শোষণের মধ্যে আছেন, তিনি তা থেকে সবাইকে বের করে আনবেন। তিনি শোষক হিসেবে নয়, সেবক হিসেবে মানুষের পাশে থাকতে চান। সেবা করতে চান।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন ভোটের মাঠে।

কামারুল আরেফীন বলেন, দুই উপজেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার ট্রাক প্রতিকের পক্ষে মাঠে নেমেছে। এই দুই উপজেলার শুধু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা নয় সাধারণ মানুষ আমাকে ভালবাসে, এটা দুই উপজেলার মানুষ আরেকবার প্রমাণ করেছেন। আমি তাদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাই। ‘জনগণ পরিক্ষিত ত্যাগী ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম জনপ্রতিনিধি চান। তারা ঐক্যবদ্ধ। ফলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।’

প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে তিনি মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগনিক সম্পাদক ও ২০১১ সালে মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কামারুল আরেফিন। একই সালে তিনি বিপুল ভোটে সদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালে তিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পদক লাভ করেন তিনি।

কুষ্টিয়া-২ আসনে ট্রাক

প্রতীকের গণসংযোগে ব্যস্ত কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ট্রাক প্রতীকে গণসংযোগ করছেন স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী, উপজেলা আ’লীগের সাধারন সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

আজ বৃহস্পতিবার ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ী ও পথচারীদের মাঝে তিনি ট্রাক প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। এ সময় ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

কামারুল আরেফীন বলেন, দুই উপজেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার ট্রাক প্রতিকের পক্ষে মাঠে নেমেছে। এই দুই উপজেলার শুধু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা নয় সাধারণ মানুষ আমাকে ভালবাসে, এটা দুই উপজেলার মানুষ আরেকবার প্রমাণ করেছেন। আমি তাদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাই। ‘জনগণ পরিক্ষিত ত্যাগী ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম জনপ্রতিনিধি চান। তারা ঐক্যবদ্ধ। ফলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।’

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন রাজু, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল মুকুল, ভেড়ামারা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আকরাম হোসেন শামীম, সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি আহাদুজ্জামান রানা, উপজেলা আ’লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, শ্রমিকলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিএনপি একদিন জনগণের মন থেকে

মুছে যাবে: হানিফ

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিএনপি একদিন জনগণের মন থেকে মুছে যাবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর-ভাদালিয়া বাজারে নির্বাচনী পথসভায় যোগ দিয়ে বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যখন কোন রাজনীতিক দলের প্রতি সাধারণ জনগণের সমর্থন থাকে, সেই দলটি কখনোই সন্ত্রাসীর পথ বেছে নেবে না। বিএনপি সন্ত্রাসীর পথ বেছে নেয়ার কারণেই জনবিচ্ছিন্ন, তাদের জনগণের সমর্থন নাই। জনগণের সমর্থন যেখানে থাকে না সেই দলের কোন কর্মসূচিই সফলতা লাভ করে না।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত তাদের রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নির্বাচনে আসেনি। তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি দেশের উন্নয়নের জন্য, জনকল্যাণে হয় তাহলে এই নির্বাচন দল-মত নির্বিশেষে সবাই সমর্থন করুন। দেশের কাজ করছি, কুষ্টিয়ার জন্য কাজ করছি। নির্বাচনে আপনারা নেই কিন্তু সমর্থন তো করতে পারেন। সবাই সমাজে যদি মিলেমিশে এক থাকতে পারেন। তাহলে কেন সবাই মিলেমিশে ভোট দিতে পারবেন না?

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক থাকায় সাংগঠনিক কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। তারপরও আমি আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আমি যখন সংসদ সদস্য হয়েছিলাম তখন কুষ্টিয়া অনেক পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেটসহ অন্যান্য জেলা দ্রুত এগিয়ে গেছে। আমরা পিছিয়ে ছিলাম কারণ যারা সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ছিলেন তারা হয়ত সেভাবে গুরুত্ব দিতে পারেননি। আমি কুষ্টিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার চেষ্টা ছিল কিন্তু পরিপূর্ণভাবে পারিনি।

নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, শান্তি ও উন্নয়ন-অগ্রগতির কুষ্টিয়া গড়ার জন্য কাজ করছি। আগামী দিনের উন্নত কুষ্টিয়া গড়ার প্রত্যয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন- এই প্রত্যাশা করি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আসগর আলীসহ জেলা আওয়ামী লীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণমূলক, অবাধ-সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে: ইসি আহসান হাবিব

খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার (ইসি) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) আহসান হাবিব খান বলেছেন অংশগ্রহণমূলক, অবাধ-সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে।

তিনি বলেন, ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং ভোট প্রদান করবে, সেই পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব আমাদের। যেখানে ঝামেলা আছে সেগুলো সমাধান করা হবে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনী কাজ করবে এবং টহল দেবে। অংশগ্রহণমূলক, অবাধ-সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। কেউ ঝামেলা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অসদাচরণের জন্য প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে বলেও জানান তিনি।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অনিয়ম করলে ছাড় নয়। ভোটকেন্দ্রের বাইরে কেউ ঝামেলা করলে পুলিশ অ্যাকশন নেবে। বিশৃঙ্খলা করার সুযোগ নেই, সেই সুযোগ আমরা দেব না। কোথাও অনিয়ম হলে সেই কেন্দ্রের ভোট বন্ধ হবে। তদন্ত সাপেক্ষে দায়িত্বরতদের সাসপেন্ড করা হবে, অ্যাকশন নেওয়া হবে। আমাদের কাছে কোনো ছাড় নেই। আমরা জিরো টলারেন্স মন্ত্রে বিশ্বাসী।

তিনি আরো বলেন, নতুন আইন করা হয়েছে, সাংবাদিকদের ক্যামেরা কেউ ভাঙচুর করলে দুই থেকে সাত বছরের জেল হবে। আমরা সাংবাদিকদের কার্যবান্ধব এবং সহযোগী হিসেবে রাখার জন্য সকল সুযোগ রেখেছি। সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে। যখন ভোট গণনা হবে, সেটাও ভিডিও করতে পারবেন সাংবাদিকরা। এরচেয়ে বেশি স্বচ্ছতা কি হতে পারে। সাংবাদিক হিসেবে আপনারা সঠিক জিনিসটা প্রকাশ করেবেন। এতে নির্বাচন কর্মকর্তারা সচেতন ও সতর্ক হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজার সভাপতিত্বে পুলিশ সুপার এএইচএম আবদুর রকীবসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কোনো জ্বালাও-পোড়াও করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে ন: হানিফ

কোনো জ্বালাও-পোড়াও করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

তিনি বলেন, কোনো জ্বালাও-পোড়াও করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না। ২০১৩-১৪ সালে বিএনপি আন্দোলনের নামে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেছিল তার খেসারত দিতে হয়েছে। বিগত দিনের মতো এবারও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের খেসারত দিতে হবে।

আজ সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নির্বাচনের নামে সরকার নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে বিএনপির এমন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, ভ্রান্ত রাজনীতির কারণে এখন তারা দিশেহারা। দিশেহারা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কী

বলে না বলে সেটি আমলে নেয়ার কিছু নেই। নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ইশতেহারে ঘোষণা করেছিল রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন হয়েছে। আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের প্রথম শর্ত প্রথম স্মার্ট নাগরিক সিটিজেন তৈরি করা। স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সোসাইটি গড়ে তুলতে হবে। সবগুলো যখন করা সম্ভব হবে তখনই স্মার্ট বাংলাদেশ হবে।

শেখ হাসিনা দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গায় পরিণত হয়েছেন উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের এই সিনিয়র নেতা বলেন, আজ দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২৯০০ ডলার ছাড়িয়েছে। বিশ্বের বড় বড় অর্থনীতিবিদরা বলছেন উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ হবে এবং এটাই আমাদের লক্ষ্য। শেখ হাসিনা কথা দিয়েছিলেন এবং তা পূরণও করেছেন।

আন্দোলনের নামে বিএনপি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে তাদের দলীয় নেতা কর্মীদের খেসারত দিতে হবে বলে হুঁশিয়ার করে আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশ পৃথিবীতে নতুন পরিচিতি লাভ করেছে। যে দেশ একসময় ব্যর্থ রাষ্ট্র, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের দেশ হিসেবে চিহ্নিত ছিল সেই দেশকে নতুন পরিচয় এনে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকায় এটি সম্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, আগামী ৭ জানুয়ারি যথারীতি নির্বাচন অনুষ্টিত হবে। নির্বাচনে জনগণের রায় নিয়েই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারও সরকার গঠন করে দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখবে।

ইমতিয়াজ সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সদস্য ব্যারিস্টার গৌরব চাকী, শিক্ষক মোহম্মদ হাসান জাহাঙ্গীর, শিক্ষক পরিতোষ কুমার দাস, ফারজানা আক্তার ও শাহাবুদ্দিন শেখ।

কুষ্টিয়াতে তরুণ উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী বাবুর জন্মদিন পালন

কুষ্টিয়ার মডার্ন প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেড এর চেয়ারম্যান রোটারীয়ান আকরাম হোসেন বাবুর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়েছে।

আজ শুক্রবার রাতে শহরের খেয়া রেঁস্তারায় রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সাপ্তাহিক মিটিং শেষে এক আড়ম্বরপুর্ণ অনুষ্ঠানে কেক কাটা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসরেন সংসদ সদস্য কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব-উল আলম হানিফ।

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার গভর্নর এর এডভাইজার রোটাঃ অজয় সুরেকা, এসিস্ট্যান্ট গভর্নর রোটাঃ কাজী আলো, ক্লাবের সভাপতি এ্যাডঃ মোসাদ্দেক আলী মনিসহ ক্লাবের সদস্যরা ও শুভাকাঙ্খীরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবসায়ী এ তরুণ উদ্যোক্তা আকরাম হোসেন বাবু রোটারি ক্লাব ও কুষ্টিয়া ক্লাব সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। পাশাপাশি মানবকল্যাণে তিনি অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে নিজেকে মেলে ধরেন এবং সবসময় তাদের পাশে সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার চার মাইল বিভাগ এলাকায় মডার্ন প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং লি: নামক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে তিনি নিজেকে আজও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য নাম্বার ওয়ান হিসেবে সারা দেশে সমাদৃত। সরকারের রাজস্ব খাতে নিয়মিত ভ্যাট দেওয়ার জন্য তিনি সেরা ভ্যাটদাতার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় শুটিং প্রতিযোগিতা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় শু্যটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া রাইফেল ক্লাবের আয়োজনে এ শু্যটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শুটিং প্রতিযোগিতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ নারী, পুরুষ শু্যটাররা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক ও রাইফেল ক্লাবের সভাপতি মো: এহেতেশাম রেজা।

রাইফেল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক রেজানুর রহমান খান চৌধুরী মুকুলের সভাপতিত্বে এসময় ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক এসএম কাদেরী শাকিল, মিজানুর রহমান লাকী, নির্বাহী সদস্য জহুরুল হক রনজু, সায়মা আক্তার রিতা, কোষাধ্যক্ষ ও কোচ হাফিজুর রহমান ডলারসহ রাইফেল ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।